শামসুদ্দীন নওয়াব

ওয়াণ্ডারম্যান

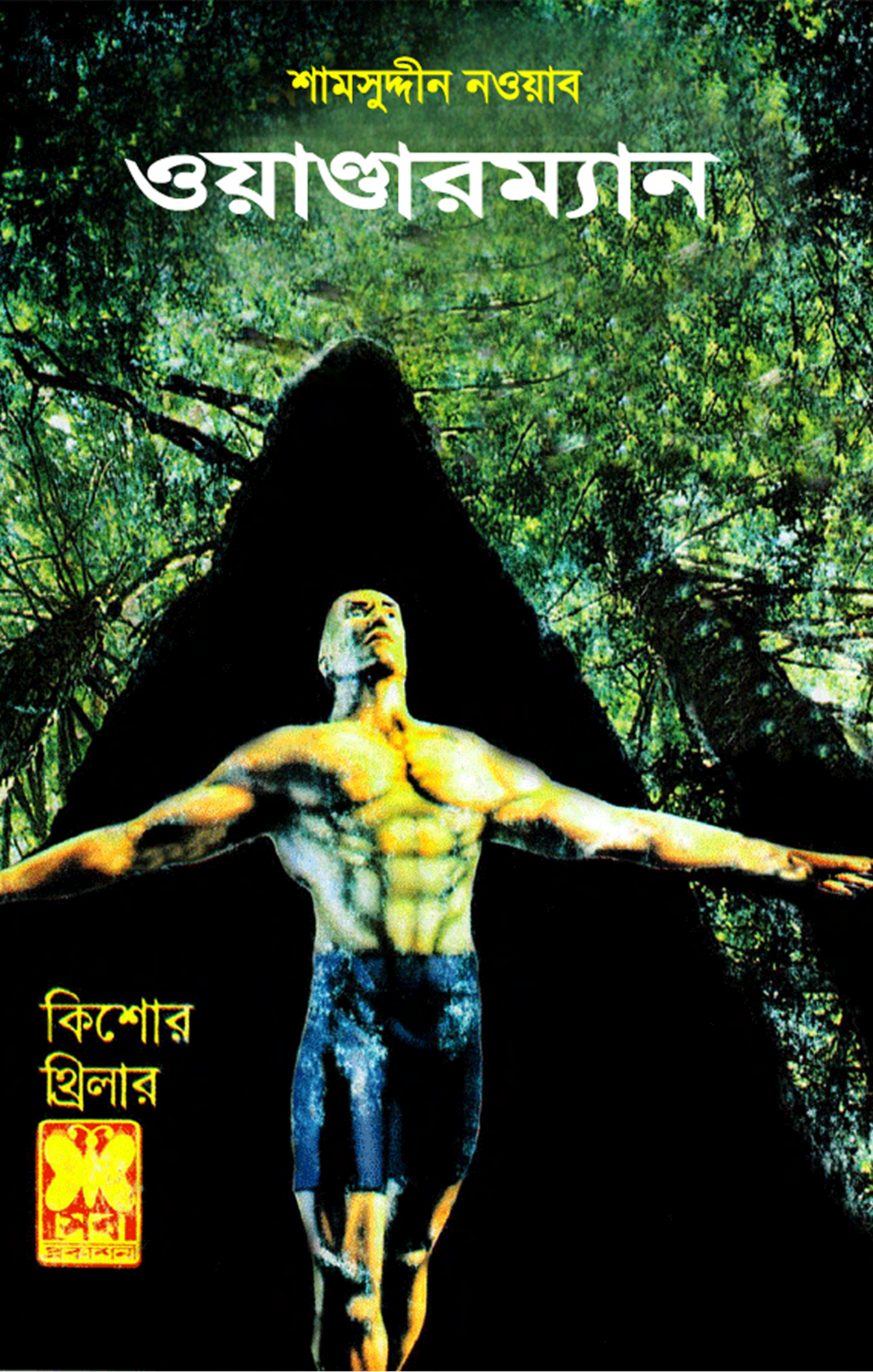

কিশোর থ্রিলার

মনা প্রকাশনী

ওয়াণ্ডারম্যান

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

এক

'অনেক সহ্য করেছি!' দারোয়ান মি. হার্ভে গ্রীনহিলস স্কুলের ফোর্থ-গ্রেড ক্লাসরুমের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল। 'আর না!'

ডেস্কে বসে মি. ডবসনের দিকে চেয়ে রইলেন মিসেস ইভান্স। এরকম খেপা দারোয়ান তিনি আগে কখনও দেখেননি, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এক সপ্তাহ হলো ফোর্থ-গ্রেডের বিকল্প টিচার হিসেবে এসেছেন তিনি। এরমধ্যেই যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিয়েছেন।

'শান্ত হোন, মিস্টার হার্ভে,' বললেন তিনি। 'কী হয়েছে আমাকে বলুন।'

'শুনুন তবে। কে যেন ফুড ড্রাইভ বক্স থেকে পিনাট বাটার নিয়ে মাখিয়ে দিয়েছে সিঁড়ির রেলিঙে!' বলে উঠল মি. হার্ভে। দু'হাতের তালু দেখাল প্রমাণ হিসেবে। সত্যিই বাদামি, আঠাল পিনাট বাটারে মাখামাখি তার হাত।

'দেখে মনে হচ্ছে কাদার পিঠে বানাচ্ছিল,' বলে হেসে উঠল রবিন।

কটমট করে ওর দিকে চেয়ে চুপ করিয়ে দিল মি. হার্ভে।

'এই ক্লাসের কারও কাজ, তাই না?' প্রশ্ন করল।

মিসেস ইভান্স উঠে দাঁড়ালেন।

'কোন প্রমাণ ছাড়া আপনি কাউকে দোষারোপ করতে পারেন না,' বললেন।

মি. হার্ভেকে দেখে মনে হলো এখুনি বুঝি ফেটে পড়বে। গোটা ক্লাস নীরব।

হিসিয়ে উঠল মি. হার্ভে।

'আমি বাচ্চাদের বমি সাফ করেছি। মেঝে থেকে টক দই মুছেছি। বাথরুমের ছাদ থেকে বাব্‌ল্‌ গাম উঠিয়েছি। কিন্তু এবার বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমি আর এদের নোংরা সাফ করব না। চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি!'

'কিন্তু তা কী করে হয়,' বাধা দিলেন মিসেস ইভান্স। 'বড়দিনের আর মাত্র দু'সপ্তাহ বাকি। আপনাকে প্রেজেন্ট কিনতে হবে না? তা ছাড়া হলিডে পার্টির পর সাফ-সুতরো করবে কে?'

উন্মাদের মত হাসল মি. হার্ভে।

'এই বিচ্ছুগুলো নিজেরাই নিজেদের ময়লা সাফ করবে। সেটাই আমার তরফ থেকে বড়দিনের উপহার। সিঁড়ি থেকে শুরু করতে পারে ওরা!' বলে গট গট করে চলে গেল সে।

মিসেস ইভান্স ক্লাসের মুখোমুখি হলেন। কপালে ভাঁজ পড়েছে। লাল লিপস্টিক মাখা ঠোঁটজোড়া চেপে বসেছে। খাটো, কোঁকড়া চুলে বিলি কেটে গভীর শ্বাস টানলেন।

'আমি ভাবতেই পারি না এই ক্লাসের কেউ এতটা কেয়ারলেস আর নিষ্ঠুর হতে পারে! মিস্টার হার্ভে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বিল্ডিংটাকে সব সময় পরিষ্কার রাখে, আর তোমরা কেউ কেউ তার সাথে এই ধরনের বেয়াদবী করো!'

মুসা হাত তুলল।

'আমাদের ক্লাসের কেউ তো না-ও হতে পারে।'

'হতে পারে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস ইভান্স। 'এই ক্লাসের কেউ গরীবদের জন্য জোগাড় করা খাবার নষ্ট করবে বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু তোমাদের দুষ্টামি করার বদনাম আছে।'

কেউ তর্ক করতে পারল না। হ্যালোউইনের আগে পুরো এক মাস দশ মিনিটের বেশি টিফিন পিরিয়ড পায়নি ওরা। তখন প্রত্যেকে একটা করে আরশোলা ধরে এনে ছেড়ে দেয় প্রিন্সিপাল ডেনিসের

অফিসে। তারপর ওদের এক টিচারকে তাড়ায় ডেকের ড্রয়ার ভর্তি শেভিং ক্রিম রেখে। এরপর মিসেস হকিন্স আসেন নতুন টিচার হিসেবে। ফলে, বদলে যায় সব কিছু।

মিসেস হকিন্স আর দশজন টিচারের মতন নন। ক্লাসে গোলমাল হলেই ধক-ধক করে জ্বলে ওঠে তাঁর চোখজোড়া। আর তাঁর গলার সবুজ লকেটটা দীপ্তি ছড়াতে থাকে। এজন্য ছেলে-মেয়েরা তাঁকে ভয় পায়, সমঝে চলে। তিনি বড়দিনের ছুটিতে দেশে যাওয়ার আগে কথা আদায় করে নিয়েছেন, বাচ্চারা বিকল্প টিচারের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি মি. হার্ভের কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

কিশোর মুখ মুছল।

'মিস্টার হার্ভে কি সত্যি সত্যি চলে যাবেন? এর আগেও তো তিনি কয়েকবার চাকরি ছাড়ার হুমকি দিয়েছেন।'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ইভান্স।

'মনে হচ্ছে এবার তিনি সিরিয়াস।'

'কিন্তু তা হলে বিল্ডিং পরিষ্কার করবে কে?' রবিনের প্রশ্ন।

দরজার কাছ থেকে প্রশ্নটা লুফে নিলেন প্রিন্সিপাল ডেনিস।

'তোমরা করবে,' খেঁকিয়ে উঠলেন। 'মিস্টার হার্ভে এইমাত্র চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। সেজন্যে তোমরাই দায়ী।'

রবিন সোজা হয়ে বসল।

'উনি কিন্তু কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি!'

'তাই বুঝি?' ট্র্যাশ ক্যানের কাছে দুপ-দাপ করে হেঁটে গেলেন প্রিন্সিপাল ডেনিস। সবাই শ্বাস চেপে অপেক্ষা করছে। হাত ঢুকিয়ে দুটো খালি পিনাট বাটারের জার বের করে আনলেন তিনি। 'এর কী ব্যাখ্যা দেবে তোমরা?'

শ্যারন খোঁচা মারল টডির পিঠে।

'বোকা কোথাকার। বুদ্ধি করে অন্য ক্লাসে রাখতে পারনি?' নিচু স্বরে বলল।

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন।

'যদ্দিন না মিস্টার হার্ভের বদলী কাউকে পাচ্ছি,' দাঁতের ফাঁকে বললেন প্রিন্সিপাল ডেনিস। 'এই ক্লাসের ওপর বিল্ডিং পরিষ্কারের দায়িত্ব দেয়া হলো। সিঁড়ির রেলিং থেকে শুরু করবে তোমরা!'

দুই

'ইস, কবে যে নতুন দারোয়ান আসবে,' চোখের উপর থেকে চুল সরিয়ে বলল ডানা।

হলের মেঝেতে মপ আছড়াচ্ছে রবিন।

'মিস্টার হার্ভে গেছে এক সপ্তা হয়ে গেল। টিফিন পিরিয়ডে কাজ করতে করতে জান কাবার হয়ে যাচ্ছে আমার। টডিদের পাপের শাস্তি আমরা সবাই ভোগ করছি।'

'সব ওই শ্যারন-টডিদের দোষ,' বলে উঠল কিশোর। ওরা দু'জন অন্যখানে কাজ করছে।

'তারপরও বলব শাস্তিটা একটু বেশিই হয়ে গেছে,' বলল মুসা।

'আমরা শুধু আমাদের কথাই ভাবছি,' বলল ডানা। 'বেচারী মিস্টার হার্ভেও তো বড়দিনের আগে বেকার হয়ে গেল!'

'গেল কেন? কে যেতে বলেছিল?' ফুঁসে উঠল রবিন। 'আর বড়দিনের কথা বলছ, বড়দিন তো প্রতি বছরই আসছে-যাচ্ছে। কী এসে যায় তাতে?'

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল কিশোর, মুসা আর ডানা।

'বড়দিন সবাই পছন্দ করে,' বলল কিশোর।

'আমি করি না!' ঘোষণা করল রবিন। 'এসব বাচ্চাদের ভাল লাগে!'

'বাচ্চা!' গম্ভীর এক কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল ওদের পিছনে।

ওরা চারজন ঘুরে চাইল। প্রিন্সিপাল ডেনিস ইয়া মোটা এক লোককে নিয়ে হল-এ দাঁড়িয়ে।

'তোমাদের সাথে মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের পরিচয় করিয়ে দেই,' বললেন প্রিন্সিপাল ডেনিস। 'ইনি আমাদের নতুন দারোয়ান।'

মি. ওয়াণ্ডারম্যান ওদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। ঘন সাদা ভ্রূর নীচে ঝিকিয়ে উঠল একজোড়া নীল চোখ। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের ফাঁকে হাসিটা বোঝা যায় কি যায় না। পাইপ টানছে লোকটা। সরু ধোঁয়া ভাসছে পাইপের উপরে। কাপড়-চোপড় অন্যরকম, নইলে লোকটাকে অনায়াসে কারও দাদা-নানা বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। এর পরনে কটকটে গোলাপি টি-শার্ট আর সবুজ-গোলাপি স্ল্যাক্স। সঙ্গে মানানসই উজ্জ্বল সবুজ টেনিস শু।

মুসা নীরবতা ভঙ্গ করল।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'হতেই হবে,' বলে খলখল করে হাসল লোকটা। রবিনের হাত থেকে মপটা নিয়ে বলল, 'তোমরা টিফিনে যাও, আমি সব ঠিকঠাক করে ফেলব।' দাড়ি টানল কথার ফাঁকে। পরমুহূর্তে মেঝে মপ করতে শুরু করল। তার কোমরে গোঁজা চাবিগুলো টুংটাং করে উঠল। যেখানটায় মুছছে সেখানটায় যেন বিজলী চমকাচ্ছে।

'খাইছে, খুব দ্রুত কাজ করে তো,' বলে উঠল মুসা। বিস্মিত।

'করুক। চলো আমরা বাইরে যাই,' বলল রবিন।

বাইরে এসে খেলার মাঠে জড় হলো ওরা।

'লোকটাকে ভাল মানুষ মনে হলো,' বলল ডানা।

'তবে ভয়ানক মোটা,' চিহ্নিত করল কিশোর।

চোখ ঘুরাল মুসা।

'তাতে কী? আমাদেরকে তো আর মেঝে মপ করতে হচ্ছে না।'

'অত মোটা হওয়া ভাল না,' বলল কিশোর।

'এই নাও,' বলে হেসে উঠল রবিন। হঠাৎই কিশোরের মুখে একটা তুষারের গোলা ছুঁড়ে মারল।

পরমুহূর্তে, বেধে গেল ধুন্ধুমার লড়াই। ওরা চারজন গোলা ছুঁড়তে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, লক্ষই করল না জানালা থেকে ওদেরকে নিরীখ করছে মি. ওয়াণ্ডারম্যান। আর তার ছোট্ট লাল বইটাতে কী সব যেন টুকছে।

তিন

মি. ওয়াণ্ডারম্যানকে নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাল না। অন্তত সে সপ্তাহ শেষ হবার আগে পর্যন্ত। লাঞ্চ টেবিলে বসে চিকেন নুড্‌ল্ সুপ খাচ্ছিল ওরা।

'খাইছে! কী ওটা?' বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করল মুসা।

কিশোর, রবিন আর ডানা ঘরের ওপ্রান্তে ঘুরে তাকাল।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান,' বলল ডানা, ভাবখানা এমন যেন শক্ত অঙ্কের সমাধান করে দিল।

'জানি, কিন্তু সঙ্গের লোকটা কে?' মুসা বলে উঠল বিরক্ত কণ্ঠে।

'কই, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না,' বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'মুসা চোখের মাথা খেয়েছে,' বলল ও।

'মোটেই না। তোমরা ওকে দেখতে পাচ্ছ না,' হিসিয়ে উঠল মুসা।

'কী উল্টোপাল্টা বকছ!' বলে উঠল রবিন।

মুসা ওর চামচটা ঠকাস করে টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'ঠিকই বলছি। ও মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের পিছনে আছে বলে

তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। এবার দেখো।'

'মি. ওয়াণ্ডারম্যানের পিছন ঘুরে উদয় হলো ভীষণ বেঁটে এক বামন। তীক্ষ্ণ দাড়ি না থাকলে যে কেউ তাকে স্কুলের ছাত্র বলে ভুল করত। আপাদমস্তক সবুজ পোশাক তার পরনে, এমনকী খুদে হ্যাটটাও সবুজ। হাত দুটো এমনভাবে নাড়ছে যেন মহা উত্তেজিত। ওর কথা শুনে একটু পরপর মাথা ঝাঁকাচ্ছে মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'এত বেঁটে লোক জীবনেও দেখিনি,' ডানা ফিসফিসিয়ে বলল।

'ও তো আর ইচ্ছে করে বেঁটে হয়ে জন্মায়নি,' দরদ দেখিয়ে বলল রবিন।

'ওরা কী বলছে শোনা দরকার।' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'এসো।'

'কী দরকার অন্যের কথা শোনার!' বলল মুসা।

'কৌতূহল মেটাতে চাইলে এসো।' বলল কিশোর। 'বেঁটে লোকটা কে জানতে হবে না?'

বন্ধুরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে অনুসরণ করল কিশোরকে। কাছেরটা ছেড়ে দূরের ট্র্যাশ ক্যানের কাছে নিজেদের ট্রে নিয়ে চলল ওরা, মি. ওয়াণ্ডারম্যান ও বামনের পিছন দিয়ে যেন হেঁটে যেতে পারে।

'মহা গোলমাল হয়ে গেছে, এস. সি,' বামন বলছে। 'তোমাকে গিয়ে সব ঠিকঠাক করতে হবে। বড়দিনের আগে তুমি কিনা দারোয়ানের কাজ নিয়ে পড়লে। অথচ ওদিকে কত জরুরী কাজ পড়ে আছে!'

ওকে বাধা দিল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'এটাও কাজ, কেলি। দারোয়ানের কাজকে হেলা কোরো না।'

'কিন্তু তোমাকে আমাদের দরকার!'

'নিজেরা ম্যানেজ করে নাওগে। আমার এখানে কাজ আছে,' সাফ জানিয়ে দিল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

সহসা কেলি গলা খাঁকরে ট্রে হাতে চার ছেলে-মেয়েকে দেখাল।

তিন গোয়েন্দা অন্য দিকে চেয়ে মি. ওয়াণ্ডারম্যানের পিছন দিয়ে হেঁটে চলে গেল। কিন্তু স্থাণু হয়ে গেল ডানা।

'আমরা আপনাদের কথা শুনছিলাম না,' জোর গলায় বলল। 'আমরা শুধু আমাদের ট্রেগুলো নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

দাড়ি টেনে ওর দিকে চাইল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'ট্র্যাশ ক্যান তো কাছেও ছিল। এতদূর না এলেও চলত।'

'ঠাকুর ঘরে কে আমি কলা খাইনি,' ফুট কাটল বেঁটে বামন।

ডানাকে দেখে মনে হলো এই বুঝি জ্ঞান হারাবে।

'ঠিক আছে, যাও ট্রে রেখে এসো,' বলে খলখল করে হাসল মি. ওয়াণ্ডারম্যান। এবার খুদে বন্ধুর দিকে চাইল। 'বললাম না আমার কাজ আছে!'

তারপর নোটবই বার করে লিখতে শুরু করল।

চার

'এত ঠাণ্ডা কেন? একেবারে জমে যাচ্ছি,' রবিন অভিযোগ করল। কেলিকে দেখার পরদিন সকাল। তিন গোয়েন্দা আর ডানা সবার আগে ক্লাসরুমে এসে বসে আছে।

'শ্বাস পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, এত ঠাণ্ডা,' বলল কিশোর। মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করল ওরা।

'নতুন দারোয়ান বোধহয় হিট অন করতে ভুলে গেছে,' ডানা বলল।

'খাইছে, আমাদেরকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে মারতে চায় নাকি?' শিউরে উঠে গুটিসুটি মেরে বসল মুসা।

'চলো, ওকে খুঁজে বের করে বলি থার্মোস্ট্যাট টার্ন আপ করতে,'

প্রস্তাব করল কিশোর। 'প্রিন্সিপাল খেপে গিয়ে ওকে বের করে দেয়ার আগেই!'

বেসমেন্টে দারোয়ানের ঘরে গেল ওরা চারজন। ওখানে পাওয়া গেল মি. ওয়াণ্ডারম্যানকে। বালতিতে সাবান পানি ভরছে।

মুসা চেপে ধরল কিশোরের বাহু।

'খাইছে, লোকটা পাগল নাকি? এই ঠাণ্ডার মধ্যে হাফপ্যান্ট পরে আছে!'

'আর শুধু একটা টি-শার্ট,' ফিসফিস করে আওড়াল রবিন।

মি. ওয়াণ্ডারম্যানের খালি বাহু আর পা দেখে শিউরে উঠল ডানা। মোজা ছাড়া সবুজ টেনিস শু জোড়া পরে আছে লোকটা!

'গুড মর্নিং!' গমগম করে উঠল মি. ওয়াণ্ডারম্যানের কণ্ঠস্বর। 'আমি তোমাদের জন্যে কী করতে পারি?'

'আমরা ভাবলাম আপনি হয়তো গরমটা অন করতে ভুলে গেছেন,' বলল কিশোর। 'আমাদের ঠাণ্ডা লাগছে কিনা।' মুখের কাছে ছোট-ছোট মেঘ তৈরি হয়ে ওর কথার সত্যতা প্রমাণ করল।

'ধ্যাত!' হেসে উঠল বুড়ো। 'এখানে ভয়ানক গরম। আমি যাতে গরমে গলে না যাই তাই হিট কমিয়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু এখন তো শীতকাল,' বাধা দিয়ে বলল নথি।

'বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা,' যোগ করল মুসা।

ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি মারল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'কই, আমি তো এক বিন্দু তুষার দেখছি না, এক তিল বরফ চকচক করছে না, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে না–কোথায় শীত। এখন তো আসলে গরমের দিন! তোমরা ক্লাসে যাও!' পরক্ষণে সাবান পানি গোলানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

কিশোর বন্ধুদেরকে পিছনে নিয়ে হল ধরে পা বাড়াল।

'লোকটা আজব কিসিমের। বুদ্ধিতে খাটো, তার বন্ধু-বান্ধবও খাটো!'

ডানা জ্যাকেট টেনেটুনে আঁটো করল।

'সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই,' বলল।

'প্রশ্নই ওঠে না! আমি গরমের ব্যবস্থা করছি।' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে হাঁটা দিল ও। বন্ধুরা অনুসরণ করল ওকে। কোনা ঘুরে একটা ক্লজিট খুলল ও।

'কী করছ? আমাদের এখানে আসা বারণ,' ডানা বলল।

'আমাদের জন্যে অনেক কিছুই বারণ,' বলে একটা বাতি অন করল রবিন। 'তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে?' এবার দেয়ালে লাগানো এক প্রকাণ্ড থার্মোস্ট্যাট আঙুল ইশারায় দেখাল ও। 'এটাই আমাদের দরকার।' বলেই ডায়াল ঘুরিয়ে দিল।

একটু পরে, ক্লজিটের দরজা বন্ধ করে দিল।

'আর ভয় নেই। এখুনি গরম হয়ে উঠবে বিল্ডিং।'

রবিনের কথাই ঠিক। বিশ মিনিটের মধ্যেই কোট খুলে ফেলল ওরা। কেউ কেউ এমনকী সোয়েটারও গায়ে রাখতে পারল না। ইংরেজি ক্লাস চলছে, এসময় মুসার বাথরুম পেল।

ওকে বেরিয়ে যেতে দেখে হাত তুলল রবিন।

'বলো, রবিন?' মিসেস ইভান্স প্রশ্ন করলেন।

'হল থেকে আমার পেন্সিলটা আনা দরকার।'

'যাও... তবে তাড়াতাড়ি ফিরবে।'

'আচ্ছা,' বলে বেরিয়ে গেল রবিন।

পানির ফোয়ারার কাছে মুসাকে দেখতে পেল ও।

এসময় কোনা ঘুরে বেরিয়ে এল মি. ওয়াণ্ডারম্যান। ধাক্কা খেল রবিনের গায়ে।

'আমরা কোথায় যাই, কী করি সব আপনার দেখতে হবে, তাই না?' প্রশ্ন করল রবিন।

'আপনি কেমন আছেন, মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান?' বলল মুসা।

দাড়ি টানল লোকটা। ঘামছে দরদর করে। সবুজ-সাদা চেকের এক রুমাল বের করে মুখ মুছে নিল।

'ভাল আছি। তবে ভয়ানক গরম লাগছে। গরম একদম সহ্য করতে পারি না আমি।'

'আমার কাছে তো আরাম লাগছে,' বলল মুসা।

'হ্যাঁ, ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচা গেছে,' সায় দিয়ে বলল রবিন।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান রবিনের দিকে চিন্তিত চোখে দু'মুহূর্ত চেয়ে থাকল। তারপর লাল নোটবইটা বের করে লিখতে শুরু করল।

'আপনি কী এত লেখেন নোটবইটাতে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান কপালে টোকা দিল।

'এই, একটা তালিকা করি আরকী। আমার এখন কথা বলার সময় নেই। গরমটা কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।' চাবির টুংটাং শব্দ তুলে চলে গেল।

'শুনলে?' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'আমরা থার্মোস্ট্যাট বাড়িয়ে দিয়েছি টের পেয়ে যাবে।'

কিন্তু মুসা কিংবা রবিনের করার কিছুই ছিল না, কেননা মিসেস ইভান্স হল-এ বেরিয়ে এসেছেন। ওদের দু'জনকে বাহু ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ক্লাসরুমের দিকে।

'এখুনি ক্লাসে চলো, খালি ফাঁকি, তাই না?'

ইংরেজি ক্লাস তখনও শেষ হয়নি, তাপমাত্রা কমতে শুরু করল। সবার আগে ব্যাপারটা লক্ষ করলেন মিসেস ইভান্স। ঠাণ্ডায় শিউরে উঠে কার্ডিগান পরে নিলেন। একটু পরেই গরম জামা উঠে এল সবার গায়ে।

ডানা হাতে হাত ঘষল।

'যা ঠাণ্ডা, লিখতে পারছি না।'

দু'বাহু ভাঁজ করে ঠাণ্ডা কমানোর চেষ্টা করল কিশোর।

'বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হাত,' ককিয়ে উঠল।

অংক ক্লাসে নাক টানতে শুরু করল মুসা।

'সর্দি লেগে গেছে।'

'পেন্সিলটা পর্যন্ত জমে গেছে হাতে,' বলল রবিন।

টিফিন পিরিয়ডে ছেলে-মেয়েরা বাইরে পর্যন্ত বেরোতে চাইল না, এতটাই কাবু ঠাণ্ডায়।

'বোকার দল,' তিরস্কার করলেন মিসেস ইভান্স। 'আমাদের দরকার তাজা বাতাস। খানিক এক্সারসাইজ করলে হয়তো বা গা গরম হতে পারে।'

ছেলে-মেয়েরা কোটের বোতাম লাগিয়ে, দস্তানা পরে বাইরে বেরিয়ে এল সারি বেঁধে।

'খাইছে! ভিতরের চেয়ে বাইরে দেখি ঠাণ্ডা কম!'

কথা সত্যি। সূর্যের আলো অন্তত দশ ডিগ্রী ঠাণ্ডা কমিয়ে দিয়েছে।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান এই শীতে আমাদেরকে জমিয়ে মারবে। সে গরম সইতে পারে না বলেছে,' বলল রবিন।

'থার্মোস্ট্যাটটা আবারও টার্ন আপ করলে কেমন হয়?' বাতলে দিল ডানা।

'লাভ নেই। মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান আবারও আর্কটিকের ঠাণ্ডা ফিরিয়ে আনবে,' গুঙিয়ে উঠে বলল কিশোর।

'আমি সারা শীতকাল কষ্ট করতে রাজি না,' বলে উঠল রবিন।

'কী করবে শুনি?' ডানার জিজ্ঞাসা।

মৃদু হাসল রবিন।

'ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। এমন করব যেন এখানে এসেছে বলে পস্তায়। এমন খাটুনি খাটাব, টেম্পারেচার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাবে না।'

'পারবে না,' বলল মুসা।

'কেন?'

'ও হয়তো চাকরিই ছেড়ে দেবে। বড়দিন এসে গেল। বেচারা খাবে কী? প্রিয়জনদের জন্যে উপহার কিনবে কীভাবে?'

'বড়দিনের কোন গুরুত্ব আমার কাছে নেই,' সাফ জানিয়ে দিল রবিন। 'বোকারা বড়দিন এলে খামোকা টাকা অপচয় করে। ওর কাজ না থাকলেই বরং ভাল! টাকাগুলো বাঁচবে।'

'খাইছে! কিন্তু প্রিন্সিপাল আমাদেরকে মেরেই ফেলবে!' মুসা মনে করিয়ে দিল।

'আমি ওঁকে ভয় পাই না,' বলল রবিন। 'আমি কাউকেই ভয় পাই না।'

পাঁচ

লাঞ্চের মধ্যেই, রবিন একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলল।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বের করে ফেলেছি,' বলল ও।

লাঞ্চ টেবিলে বসে ওরা।

'কী করবে তুমি?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'আমি একা কিছু করব না। সবাই মিলেই করব।'

'খাইছে, প্রিন্সিপালের হাতে ধরা খেতে হবে না তো?' সংশয় প্রকাশ পেল মুসার কণ্ঠে।

'না,' জোর গলায় জানাল রবিন।

'আমি এর মধ্যে নেই,' সাফ জানিয়ে দিল কিশোর।

'আমিও না,' জানাল ডানা।

'আমিও,' যোগ দিল মুসা।

'ঠিক আছে, যা করার একাই করব আমি।' বলল রবিন।

ক্লাসরুমে ঢোকার পর হাত তুলল।

'মিসেস ইভান্স, বাথরুমে যেতে পারি?' মিষ্টি করে জানতে চাইল।

'পারো, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবে। এখুনি সায়েন্স লেসন শুরু হবে,' জবাবে বললেন মিসেস ইভান্স।

বোদ্ধার মত মাথা ঝাঁকিয়ে ক্লাস ত্যাগ করল রবিন।

হল-এ পৌঁছামাত্রই দ্রুত কাজে লেগে পড়ল ও। ছেলেদের বাথরুমে গিয়ে টয়লেট পেপারের সবকটা রোল শার্টের নীচে গুঁজল।

'আমাকে দেখে মোটকু সান্তা মনে হচ্ছে,' আয়নায় নিজেকে দেখে হেসে উঠল।

এবার হল-এ আলগোছে ঢুকে পড়ে হাঁটতে শুরু করল। একটা জুতসই জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, বলল মনে মনে। কেউ যাতে সন্দেহ করতে না পারে।

মেয়েদের বাথরুমটা কেমন হয়? নাহ, নিজেই বাদ দিল চিন্তাটা। বেশি ঝুঁকি হয়ে যায়। যে কোন মুহূর্তে কোন মেয়ে ভিতরে ঢুকতে পারে।

দেয়ালে ঝুলানো ঘড়িটা এক পলক দেখে নিল ও। লাঞ্চ আর ছুটির মাঝামাঝি। সবাই যার যার ক্লাসে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত এখন।

এসময় বুদ্ধিটা ঘাই মারল মাথায়। পাওয়া গেছে। এক কোনা ঘুরে সোজা টিচার্স লাউঞ্জের উদ্দেশে এগিয়ে চলল।

ভিতরে ঢুকে টয়লেট পেপারের গাদা নামিয়ে রাখল ও। তারপর প্রতিটা ফার্নিচারের গায়ে টয়লেট পেপারের পর্দা জড়াতে লাগল। ডিটো মেশিন আর কফি মেকারের ভিতরেও কাগজ গুঁজল। চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকটা বাতিতেও কাগজ ঝুলিয়ে দিল।

কাজ সেরে সন্তুষ্ট বোধ করল ও। দারোয়ান ব্যাটা অনেকক্ষণ এ নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

ক্লাসরুমে ফিরে যাওয়ার আগে বেসমেন্ট ক্লজিটে একবার ঝটিতি

সফর করে গেল রবিন।

মিসেস ইভান্স সলিড আর লিকুইড নিয়ে কিছু বলছিলেন, এসময় ক্লাসে খোশমেজাজে প্রবেশ করল ও।

ডেস্কে বসে কিশোরের উদ্দেশে চোখ টিপল।

'হিট বাড়িয়ে দিয়েছি। গাধা দারোয়ানটা শীঘ্রি আর কমাতে পারবে না,' জানাল ফিসফিস করে।

'কেন?'

'টিচার্স রুমে যা করে রেখে এসেছি সেটা গোছগাছ করতেই পুরো তিনদিন লেগে যাবে ওর। আমাদেরকে এর মধ্যে আর ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে হবে না।' মনে খুশি ধরছে না ওর। গর্বও বোধ করছে।

'রবিন, তুমি কিছু বলতে চাও?' টিচার জিজ্ঞেস করলেন।

'জি না, ধন্যবাদ।'

'তা হলে পড়ায় মন দাও।' বলে বোর্ডে লিখতে শুরু করলেন মিসেস ইভান্স।

'যাই, দেখে আসি,' বলল কিশোর। বাথরুমে যাওয়ার অনুমতি চাইলে টিচার খুশি হলেন না। তবে অনুমতি মিলল।

কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল ও। মাথা নাড়ছে।

'যত্তসব বাজে কথা! টিচার্স লাউঞ্জ একেবারে পরিপাটী দেখে এলাম,' গলা খাদে নামিয়ে রবিনের উদ্দেশে বলল।

'কী বলছ তুমি? সবখানে টয়লেট পেপার ছড়িয়েছি। এত তাড়াতাড়ি সাফ করার সাধ্য কারও নেই।'

'ওখানে এখন কোন টয়লেট পেপার নেই। আছে শুধু মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান,' অনুচ্চ স্বরে বলল কিশোর।

'অসম্ভব!' শিউরে উঠে বলল রবিন। ওর কল্পনা, নাকি সত্যি সত্যি বাড়তে শুরু করেছে ঠাণ্ডাটা?

ছয়

ছুটির পর হল-এ বন্ধুদেরকে থামাল রবিন।

'আমরা টিচার্স লাউঞ্জে যাই চলো। এখানে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে,' বলল ও।

'বললেই হয় তুমি মিথ্যে বলেছিলে,' বলল কিশোর। 'টিচার্স লাউঞ্জে তুমি আসলে কিছুই করনি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ও।

'বিশ্বাস করো, আমি সত্যি কথা বলছি। কাজটা কার আমাকে জানতে হবে,' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগটিয়ে লাউঞ্জের উদ্দেশে হাঁটা দিল রবিন।

কিশোর, মুসা আর ডানা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে ওকে অনুসরণ করল।

লাউঞ্জে টিচাররা সমবেত হয়েছেন, গা গরম করতে কফি পান করছেন।

ওরা চারজন ভিতরে উঁকি মেরে দেখল রুমটা ঝকঝক-তকতক করছে।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান বেশ কাজের লোক,' মিসেস ইভান্সকে বলতে শোনা গেল। 'তবে বিল্ডিংটা এত ঠাণ্ডা রাখা ঠিক না।'

'কিন্তু স্কুলটা এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আগে কখনও ছিল না। কীভাবে পরিষ্কার রাখছে ঈশ্বর জানে,' অন্য এক টিচার সায় দিয়ে বললেন।

'একদম ম্যাজিকের মত!' মিসেস ইভান্স বললেন। 'ম্যাজিকের কথা যখন উঠলই, ফুডড্রাইভের কথা শুনেছেন? বাক্সটা পিনাট বাটারের জারে উপচে পড়ছে, অথচ কেউ জানে না কীভাবে হলো!'

দরজার কাছ থেকে সরে এল রবিন।

'ম্যাজিক না ছাই। মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান আস্ত একটা বরফের মূর্তি।'

'শশশ!' সাবধান করল মুসা।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান রবিনের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। সব কথাই শুনেছে। লাল নোটবইতে এখন কী সব যেন টুকছে।

'কেমন আছ তোমরা?' বলে পকেটে নোটবইটা রেখে দিল সে। 'টিচার্স লাউঞ্জ থেকে দূরে থাকলে ভাল হত না?'

'না, মানে আমরা রবিনকে দেখাতে নিয়ে এসেছি ঘরটা কীরকম ঝকঝক করছে।' গড়গড় করে বলে গেল ডানা।

ওর পাঁজরে আলতো কনুই মারল রবিন।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

চোখ টিপল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'ঘরটাকে সবসময় এরকমই রাখব আমরা, কেমন?'

'ঘর পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব তো আমাদের না,' জানাল রবিন।

দাড়ি ঘষল নতুন দারোয়ান।

'নোংরা করার দায়িত্বও কিন্তু তোমাদের না। কথাটা মনে রাখলে খুশি হব।'

'চলো এখান থেকে,' বলল রবিন।

'বাই, মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান,' হাত নেড়ে বলল ডানা ও কিশোর। বাইরে বেরিয়ে খেলার মাঠে চলে এল ওরা চারজন।

'লোকটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটা ব্যাপার আছে,' বলল রবিন।

'খাইছে, সব সময় যেভাবে আমাদেরকে ওয়াচ করে, ভয়ই লাগে আমার,' সায় জানিয়ে বলল মুসা।

'আর নোটবইতে গোয়েন্দাদের মত সারাক্ষণ কী অত লেখে?' যোগ করল কিশোর। 'ওর কাছে আমিও ফেল।'

'লোকটা গুপ্তচর-টুপ্তচর না তো?' রবিন বলল।

চোখ ঘুরাল মুসা।

'আমাদের উপর গুপ্তচরগিরি করে ওর কী লাভ?'

'ও হয়তো সান্তা ক্লয,' হঠাৎই শান্ত স্বরে বাতলাল ডানা।

হেসে উঠল রবিন।

'ডানা, তুমি এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছ!'

'দাঁড়াও,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান স্কুলটাকে উত্তর মেরু বানিয়ে রেখেছে, ঠিক কিনা?'

'ঠিক। আর সবুজ ড্রেস পরা বামনটা? ও হয়তো সান্তার বামন ভূত!' যোগ করল মুসা।

'বামনটা কিন্তু ওকে এস.সি. বলে ডাকে। সান্তা ক্লযকে ছোট করে এস.সি. বলে কিনা কে জানে,' বলল ডানা।

'দুধের বাচ্চা সব! সান্তা ক্লযকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা আমাদের মানায় না,' ব্যঙ্গ করে বলল নথি।

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। এটা তো সত্যি কথাই, সান্তা ক্লয মেঝে মপ করে না। আর সান্তা ক্লযকে আমি কখনও হাফপ্যান্ট কিংবা টেনিস শু পরতে দেখিনি,' সায় জানিয়ে বলল মুসা।

'কী করে জানলে? ও হয়তো দারোয়ানের ছদ্মবেশে আছে,' বলল ডানা, হাল ছাড়তে রাজি নয়।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান স্রেফ একজন বুড়ো মানুষ, আমাদেরকে যে ঠাণ্ডায় জমিয়ে মারতে চাইছে,' বলে উঠল রবিন। 'কিন্তু আমি সেটা হতে দেব না!'

সাত

পরদিন সকাল। খেলার মাঠে অপেক্ষা করছিল রবিন। পেঁজা তুষার ঘুরপাক খাচ্ছে মাটিতে, এসময় মুসা হেঁটে এল। ঘাস এতটাই ঠাণ্ডা,

ওর পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে গেল মুড়মুড় করে।

'নিখুঁত একটা প্ল্যান করেছি,' ঝটপট বলল রবিন।

'কীসের প্ল্যান?'

'যাতে মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান হিট কমিয়ে না দেয়।'

'খাইছে, যা ঠাণ্ডা করে রাখে, বাপ রে!' বলল মুসা।

'আর পারবে না। তবে সেজন্যে তোমার সাহায্য দরকার। করবে?'

'কী করতে হবে?'

'এসো, দেখাচ্ছি।' বন্ধুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে স্কুলের উদ্দেশে পা বাড়াল রবিন।

'কিশোর আর ডানার জন্যে অপেক্ষা করব না আমরা?'

'সময় নেই। মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান কিংবা অন্য কেউ আসার আগেই কাজ সারতে হবে। তুমি আসছ?' বলল রবিন।

শিউরে উঠল মুসা।

'হ্যাঁ।' অনিচ্ছার সঙ্গে বলল। রবিনকে অনুসরণ করে হলওয়েতে প্রবেশ করল। দেখতে পেল রবিন বুকব্যাগ থেকে পাঁচটা বড় বড় হুইপ্‌ড্ ক্রীমের ক্যান বের করল।

'কী হবে এগুলো দিয়ে?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান ঠাণ্ডা পছন্দ করে, তাই তো?'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল মুসা।

'সে যা চায় তাই পাবে। হলগুলোতে তুষার ঝরাব আমরা!' দু'হাতে দুটো ক্যান নিয়ে দেয়ালে ফোয়ারার মত ছিটাতে আরম্ভ করল রবিন।

'এতে কাজ হবে বলে মনে হয় না,' বলল মুসা।

'হবে। নাও, তুমিও শুরু করো।'

মুসা একটা ক্যান নিয়ে দেয়ালে মি. ওয়াণ্ডারম্যানের নাম লিখল।

রবিন একটা ক্যান নামিয়ে রাখল। এক হাতে হুইপ্‌ড্ ক্রীম ছিটিয়ে হাতটা মুখে পুরল।

'বাহ, দারুণ লাগছে।'

মুসাও মুখের মধ্যে ছিটাল হুইপ্‌ড্‌ ক্রীম।

'তাই তো,' বলল।

একবার দেয়ালে আরেকবার নিজেদের মুখের মধ্যে ক্রীম ছিটাচ্ছে ওরা। কাজ যখন শেষ হলো, হলটাকে দেখে মনে হলো বুঝি তুষারঝড় বয়ে গেছে এর উপর দিয়ে।

'এবার বাছাধন যাবে কোথায়?' বলল রবিন। 'এখানে এতটাই ব্যস্ত থাকতে হবে, টেম্পারেচার নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ পাবে না।'

'ঠিকই বলেছ।'

থার্ড গ্রেডের ট্র্যাশ ক্যানে খালি ক্যানগুলো ঝটপট ফেলে দিল রবিন।

'চলো পালাই,' বলল মুসা। 'মনে হচ্ছে কে যেন আসছে।'

কাছেই মি. ওয়াণ্ডারম্যানের চাবির গোছার টুং-টাং শব্দ শোনা গেল।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'চলো গরমটা বাড়িয়ে দিই। মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান খেয়াল করবে না।'

খিলখিল করে হেসে উঠল মুসা।

'এবার দেখা যাবে ওয়াণ্ডারম্যানের কেরামতি।'

ডানা পানির ফোয়ারা থেকে পানি পান করছে, এসময় রবিন আর মুসাকে হন্তদন্ত হয়ে ক্লাসের উদ্দেশে যেতে দেখল। রবিন ক্লাসে ঢুকে পড়লেও মুসা হুইপ্‌ড্‌ ক্রীমের কথা খুলে বলল ডানাকে।

'কী দরকার ছিল এসব করতে যাওয়ার,' বলে উঠল ডানা।

'কেন, কী হয়েছে? ক্রীমই তো, রং তো আর না,' সাফাই গাইল মুসা।

'রবিন মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের ওপর এতটা খেপে উঠল কেন

বুঝতে পারছি না,' বলে মুখ থেকে পানি মুছে নিল ডানা। 'ঠ. একটু সহ্য করে নিলে কী এমন ক্ষতি হত? মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান ভাববে বলো তো?'

'বুঝবে কী করে আমরা করেছি?' বলে এক ঢোক পানি পান করল মুসা।

'সে যদি সত্যি সত্যি সান্তা ক্লয হয়? সান্তা ক্লয সব দেখতে পায়। সব জানে।'

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান মোটেই সান্তা ক্লয নয়,' জোর দিয়ে বলল মুসা।

'হয়তো নয়, কিন্তু বাই চান্স যদি হয়? তুমি সুযোগটা নিতে চাও?'

শ্রাগ করল মুসা।

'ঠিক আছে। ক্রীম সাফ করতে হাত লাগাব আমি।'

'আমিও হেল্প করব।'

'ধন্যবাদ,' বলল মুসা। হলওয়ে ধরে পা বাড়াল ওরা।

কিন্তু কোনা ঘুরতেই থমকে দাঁড়াল ডানা।

'তোমরা তো মনে হয় এখানেই হুইপ্‌ড্ ক্রীম মাখিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে গেল কই?'

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। সাদা দেয়ালগুলো ঝিকঝিক করছে। কোথাও হুইপ্‌ড্ ক্রীমের চিহ্নমাত্র নেই।

'খাইছে! এত ক্রীম সাফ করতে তো মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের সারা দিন লেগে যাওয়ার কথা,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল মুসা।

'যদি না...' শুরু করল ডানা।

'যদি না কী?' প্রশ্ন করল মুসা।

'যদি না সে সত্যি সত্যিই সান্তা ক্লয হয়,' ফিসফিস করে বলল ডানা।

আট

'রবিন, তোমার সাথে কথা আছে,' রুমে ঢুকে অনুচ্চ স্বরে বলল মুসা।

'এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। পরে বোলো,' বলল নথি।

'কিন্তু আমি মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান সম্পর্কে কথা বলতে চাই। লোকটা আসলেই জাদু জানে।'

'কী বলছ তুমি?' বলে উঠল রবিন। বড়দিনের সবুজ কাগজের শেকল ঝুলছে ঘরে, তার চাইতেও সবুজ দেখাচ্ছে ওর মুখ।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান সত্যিই কেরামতি দেখিয়েছে। হুইপ্‌ড্ ক্রীম এরইমধ্যে মুছে ফেলেছে।'

'অসম্ভব!'

'সত্যি বলছি। লোকটা মনে হয় আসলেই সান্তা।'

'লোকটা কাজের হতে পারে, কিন্তু কখনোই সান্তা নয়। সান্তা কুম যদি থাকতও সে নিশ্চয়ই ওর মত হোঁতকা দারোয়ান হত না।' বলল রবিন। মাথা রাখল ডেস্কে।

'সান্তা মনে হয় একেক বছর একেক স্কুলে ঘুরে বেড়ায়। সেখানকার ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়...'

'হ্যাঁ, আর ক্যাফেটেরিয়ার বুড়ি মহিলাটাকেও এবার তুমি ইস্টার বানি বলবে।' বৃদ্ধা হ্যামবার্গার সেঁকে।

'রবিন, আমি সিরিয়াস,' বলল মুসা।

'আমিও সিরিয়াস। হুইপ্‌ড্ ক্রীম বেশি খেয়ে ফেলেছি। মনে হচ্ছে শরীর খারাপ করবে।'

অফিসে ওকে পাঠিয়ে দিলেন মিসেস ইভান্স। রবিনই শরীর

খারাপের কথা তাঁকে বলতে গিয়েছিল।

'আমার শরীর খারাপ করছে,' অফিসে পৌঁছে গুঙিয়ে উঠল ও।

'বেশি বেশি হুইপ্‌ড্ ক্রীম খেলে যে কারও শরীর খারাপ করবে,' অফিসের এক প্রান্ত থেকে হেসে উঠল মি. ওয়াণ্ডারম্যান। লাল নোটবইটাতে লিখতে ব্যস্ত সে।

'আমি হুইপ্‌ড্ ক্রীম খাইনি,' মিথ্যে বলল রবিন। 'আমার মনে হয় ফ্লু হয়েছে। আমি বাড়ি যাব।'

'আমি তোমার বাবাকে ফোন করছি,' সেক্রেটারি বললেন রবিনকে।

রবিন মি. ওয়াণ্ডারম্যানের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল নোটবইতে কী লেখা হয়েছে। কিন্তু মি. ওয়াণ্ডারম্যান ফট করে ওটা বন্ধ করে হাফপ্যান্টের পকেটে গুঁজে দিল।

'লাল নোটবইটাতে এত কী লেখেন আপনি?' রবিন জবাব চাইল।

'আমি মানুষকে অবজার্ভ করি আর সেসব কথাই লিখে রাখি,' মি. ওয়াণ্ডারম্যান বলল।

'অন্য ভাবে বললে আপনি স্পাইং করেন,' বলল নথি।

'ওভাবে বোলো না। বরঞ্চ বলতে পারো আমি মানুষকে লক্ষ করি।'

'আমার ব্যাপারে কী লক্ষ করলেন?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'করেছি। আমি লক্ষ করেছি তুমি বড়দিনে কিংবা সান্তা ক্লযে বিশ্বাস করো না।'

'বড়দিন বাচ্চাদের জন্যে, আর সান্তা ক্লয যদি থাকতও সে বড়দিনে আমি যা চাই তা দিতে পারত না,' ব্যথায় পেট চেপে ধরে বলল রবিন।

'বড়দিনে তুমি কী–?' প্রশ্ন করছিল মি. ওয়াণ্ডারম্যান। কিন্তু সে প্রশ্নটা শেষ করতে পারার আগেই হড়হড় করে বমি করে ফেলল

রবিন। একেবারে মি. ওয়াণ্ডারম্যানের পায়ের উপর।

ঝন-ঝন করে উঠল লোকটার চাবির গোছা, সেক্রেটারি যখন রবিনকে নিয়ে গেলেন বাথরুমে।

খানিক পরে ওরা ফিরে এল অফিসে। অসুস্থ সিন্ধুঘোটকের মত দেখাচ্ছে রবিনকে। চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল ও।

সেক্রেটারি চাইলেন মি. ওয়াণ্ডারম্যানের পরিষ্কার টেনিস শুর দিকে।

'ও আপনার পায়ের উপর না...?' মাথা নাড়লেন সেক্রেটারি। 'যাকগে, আমি রবিনের বাবার সাথে যোগাযোগ করছি।'

'তাকে পাবেন না,' জানাল রবিন। 'বাবা বাসায় নেই। বড়দিনের পরে ফিরবে।' বেদনাকাতর শোনাল ওর কথাগুলো।

'তা হলে তোমার মাকে বলি আসতে।'

'বলুন,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রবিন।

সেক্রেটারি ফোন করছেন, মি. ওয়াণ্ডারম্যান রবিনের পাশে বসল।

'তোমার মা এলে তাঁকে বোলো হুইপ্‌ড্ ক্রীম খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছ তুমি,' বলল।

'বলেছি তো আমি হুইপ্‌ড্ ক্রীম খাইনি,' দুর্বল কণ্ঠে বলল রবিন।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান খলখল করে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।

'আমি হিট কমিয়ে দিতে যাচ্ছি। আর হ্যাঁ, হুইপ্‌ড্ ক্রীম মোটেই তুষারের মতন দেখতে নয়।'

নয়

'ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না?' মুসা পরদিন জিজ্ঞেস করল রবিনকে।

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'এই যে, মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান জেনে গেল তুমি চেয়েছ হুইপ্‌ড্ ক্রীমকে তুষারের মত লাগুক,' আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল কিশোর।

'আমি তোমাদেরকে আরেকটা অদ্ভুত কথা বলছি শোনো,' বলল ডানা। 'ফুড বক্স ড্রাইভটা হুইপ্‌ড্ ক্রীমের ক্যানে ভর্তি ছিল!'

পরদিন সকালে পানির ফোয়ারা ঘিরে জড় হয়েছে ওরা। রবিন এখন সুস্থ।

'আমি আবারও বলছি,' বলল ডানা। 'ও সান্তা ক্লয।'

'ডানা হয়তো ঠিকই বলছে,' সায় জানাল মুসা। 'যা-ই বলো না কেন, আগে কারও ওয়াণ্ডারম্যান নাম শুনেছ?'

'এবং ওর ইনিশিয়াল হচ্ছে এস.সি,' যোগ করল কিশোর।

'এস.সি. মানে হয়তো সাওয়ার ক্যারট,' গজগজ করে বলল রবিন। 'ও যতক্ষণ না স্লেজ নিয়ে আকাশে উড়ছে আমি বিশ্বাস করব না ও সান্তা ক্লয।'

'আমাদের একটু সাবধান থাকা দরকার, জাস্ট ইন কেস,' পরামর্শ দিন ডানা।

'ইনকেস ও যদি সত্যিই সান্তা হয়,' বলল মুসা।

'বড়দিনে উপহার পেতে কে না চায়,' বলল ডানা।

'ও সান্তা ক্লয নয়। এবং আমি সেটা প্রমাণ করে দেব,' জোর

গলায় জানাল রবিন।

'কীভাবে?' সমস্বরে প্রশ্ন এল।

'ছুটির পর ওকে ফলো করে ওর বাসা অবধি যাব।'

'তাতে কী প্রমাণ হবে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'ও কোন্ চুলোয় থাকে দেখলে বুঝবে ও অতি সাধারণ এক মোটু দারোয়ান। তোমরাও যাবে আমার সাথে!' রবিন বলল।

সেদিন বিকেলে ছুটির পর রবিন আর কিশোর বাথরুমে গা ঢাকা দিল।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের অজান্তে তার ওপর নজর রাখার রাস্তা বের করতে হবে,' বলল রবিন।

'ও যদি সত্যিই সান্তা ক্লয হয় তা হলে সেটা সম্ভব হবে না,' জানাল কিশোর।

চোখ উল্টাল রবিন।

'চলো আমরা ওক গাছে উঠে বসে থাকি। ও রওনা হলেই ফলো করব।'

কিশোর রবিনের বাহু চেপে ধরল।

'মুসা আর ডানা আমাদের সাথে যাবে না?'

'না। ওরা বাড়ি চলে গেছে।'

রবিন আর কিশোর বিল্ডিং থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে।

'বাপ রে, কী ঠাণ্ডা!' রবিন বলে উঠল।

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে জমে যাব আমরা। পুরো বিল্ডিং পরিষ্কার করতে মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের অনেক সময় লাগবে,' বলল কিশোর।

'তাই বলে সত্যিটা জানতে হবে না?' রবিন বলে উঠল।

'হবে, কিন্তু তুষারমানব হতে চাই না আমি,' ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠে বলল কিশোর।

'এখন চুপচাপ গাছে ওঠো তো।'

গাছের কনকনে ঠাণ্ডা ডালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

একটু পরেই চাবির শব্দ শোনা গেল।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার কাঁধে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক থলে।

কিশোর খোঁচা মারল রবিনের পাঁজরে।

'দেখো! থলে ভর্তি খেলনা!'

মি. ওয়াণ্ডারম্যান থলেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ট্র্যাশ বিনের মধ্যে।

'খেলনা নয়, ময়লা,' রবিন ফিসফিস করে বলল।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান লম্বা শ্বাস টেনে উপচে-ওঠা পেটে হাত বুলাল। তারপর পাইপ জ্বেলে চাবির গোছা নাড়ল। পরক্ষণে, জাদুবলে যেন সাঁ করে উদয় হলো উজ্জ্বল লাল এক স্পোর্টস কার।

চালক এতটাই বেঁটে, স্টীয়ারিং হুইলের উপর দিয়ে তাকে দেখা যায় না। কিন্তু ছেলেরা ওর সবুজ হ্যাট আর চোখা কালো দাড়ি দেখেই চিনে ফেলল কে ওটা। কেলি।

মি. ওয়াণ্ডারম্যানের সামনের ফাঁকা জায়গায় গাড়িটা ব্যাক করিয়ে দাঁড় করাল কেলি। এসময় কিশোর লক্ষ করল ওটা। রবিনকে গুঁতো মেরে তর্জনী তাক করল। লাইসেন্স প্লেটটা দেখে বাক্যহারা হয়ে গেল রবিন। সবুজ অক্ষরে ওতে লেখা: 'হো! হো! হো!'

দশ

'ও আসলেই সান্তা ক্লয,' বেশ জোরে ককিয়ে উঠল কিশোর। মি. ওয়াণ্ডারম্যান ও কেলি গাছটার দিকে ঘুরে চাইল।

'শশশ!' রবিন বলল। 'শুনে ফেলবে!' কিশোরের মুখ চাপা দিতে হাত বাড়াল, কিন্তু সাঁত করে সরে গেল কিশোর এবং ভারসাম্য হারাল রবিন।

পরমুহূর্তে, চিৎকার ছেড়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ল ও।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান আর কেলি ছুটে এল।

'লাগেনি তো?' মি. ওয়াণ্ডারম্যান জিজ্ঞেস করল।

'না...না।'

কেলি ওকে হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'ওপরে আরেকটা আছে, এস. সি.,' বলে আঙুল-ইশারায় কিশোরকে দেখাল।

গাছ থেকে তরতর করে নেমে এল কিশোর। দাঁড়াল ঠিক মি. ওয়াণ্ডারম্যানের সামনে।

'আপনি সান্তা ক্লয, ঠিক না?' চেঁচিয়ে উঠল।

আঁতকে উঠল কেলি, কিন্তু মি. ওয়াণ্ডারম্যান স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তার দাড়ি টানল।

'কোত্থেকে পেলে এই ধারণা?'

'আমি জানতাম! রবিন, বলেছিলাম না!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

রবিন সটান উঠে দাঁড়িয়ে সোজা মি. ওয়াণ্ডারম্যানের দিকে চাইল।

'আমি বিশ্বাস করি না। উনি বলেননি উনি সান্তা ক্লয। আর বললেও বিশ্বাস করব না!'

'কী বেয়াড়া ছেলে রে, বাবা,' বাধা দিয়ে বলল কেলি। 'আমি বুঝতে পারছি না, এস. সি., তুমি ওকে সহ্য করছ কেন।'

রবিন ঘুরে দাঁড়াল কেলির উদ্দেশে।

'আমাকে বেয়াড়া বলেন কোন্ সাহসে? আপনাকে দেখে নেব আমি, বামন কোথাকার!'

দু'জনের কাঁধে দু'হাত রাখল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'শান্ত হও তোমরা।'

কেলি দীর্ঘ শ্বাস টেনে আস্তে আস্তে ছাড়ল। ওর শ্বাসে পেপারমিন্টের গন্ধ পেল কিশোর।

'আমাদের এখন চলে যাওয়া উচিত, এস. সি.,' ঝটপট বলল কেলি। 'এদের সাথে অনেক বেশি জড়িয়ে পড়েছ তুমি।'

'আপনি এখন চলে যেতে পারেন না, সান্তা,' বলে উঠল কিশোর।

হেসে উঠল মি. ওয়াণ্ডারম্যান। তবে হাসিটা আর সব বড় মানুষদের মত শোনাল না। অন্তরের অন্তস্তল থেকে যেন উঠে এল সেটা। বুড়ো পাইপ টেনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ল মাথার উপরে।

'তোমার বন্ধু তোমার সাথে একমত নয়,' রবিনকে দেখিয়ে কিশোরকে বলল।

'তাতে আমার কিছু যায় আসে না,' বলল কিশোর।

কিশোরের কাঁধে হাত রাখল রবিন।

'শেষমেশ তোমার মাথাটাও গেল। তুমিও এসব আজগুবী ধারণায় বিশ্বাস করতে শুরু করলে!'

'ব্যাপারটা এখন আর আজগুবী মনে হচ্ছে না, রবিন।'

মাথা ঝাঁকাল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'রবিনের মধ্যে আসলে বড়দিনের উদ্দীপনাটা নেই। আমি জানি কেন। এমনও হতে পারে হয়তো বড়দিনের স্পিরিট ফিরে আসবে ওর মধ্যে।'

'কখনওই না,' বলে উঠল রবিন। 'আমার মনে যখন শান্তি নেই, কীসের বড়দিন? আমাকে নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি সান্তা-ফান্তা কিছু নন, স্রেফ একটা বেঁটে বামনের মোটা বন্ধু, ব্যস। গ্রীনহিলস স্কুলে এসেছিলেন বলে শীঘ্রিই আপনাকে

পস্তাতে হবে!'

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গটগট করে হাঁটা দিল রবিন।

এগারো

'দাঁড়াও,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। দুই ব্লক দৌড়ে তবে রবিনের নাগাল ধরতে পারল ও।

'কী চাই?' চেঁচাল রবিন।

'এত খেপছ কেন! আমরা না বন্ধু?'

'বন্ধুই বটে। আমি তোমার সাথে একমত না হলে তো তোমার কিছু এসে-যায় না। আহা, কী আমার বন্ধুরে!'

'একটু মাথা ঠাণ্ডা করো। আমার কথাটা আগে শোনো,' ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিশোর।

'আবার কী কথা?'

'সান্তা, মানে মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান আমাকে একটা কথা বলেছে।' গলা খাদে নামিয়ে বলল কিশোর।

'কী বলেছে?'

আশপাশে চোখ বুলিয়ে কেউ আছে কিনা দেখে নিল কিশোর।

'বলেছে আমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ?'

'তোমাকে আগের মত বড়দিনের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে।'

'আমি তো বলেইছি, বড়দিন ছোটদের জন্য–বড়দের জন্য নয়। আমার বাবা যেখানে বড়দিনের কেয়ার করে না সেখানে আমি করতে যাব কেন?'

'কারণ বড়দিন বিশেষ একটা দিন। বছরে একবারই আসে,' বলল কিশোর। 'আমরা তো ঈদে কত মজা করি! বড়দিনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এই যে সান্তা এবার আমাদের স্কুলে এসেছে এটা একটা অসাধারণ ঘটনা নয়?'

'কীসের অসাধারণ ঘটনা? আমি মিরাক্‌ল্ কিংবা সান্তা-ফান্তা কোনওটাতেই বিশ্বাস করি না। আমার বাবা যদি এবার বড়দিনটা আমাদের সাথে কাটায় তবেই বুঝব সান্তা বলে কিছু আছে, আর পৃথিবীতে এখনও অলৌকিক ঘটনা ঘটে।'

দুঃখিতচিত্তে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বন্ধুর ব্যথাটা ওর অন্তর স্পর্শ করেছে। গত ক'বছর ধরে মিলফোর্ড আঙ্কল, মানে রবিনের বাবা বড়দিনের সময় বাসায় থাকেন না। এমনকী ছেলেকে কোন উপহারও কিনে দেন না। হঠাৎ করেই, কেন কে জানে বদলে গেছেন তিনি। বড়দিনের উপর ভক্তি নষ্ট হয়ে গেছে তাঁর।

রবিনকে চলে যেতে দেখল কিশোর। এবার আর ওকে অনুসরণ করল না। বরং মি. ওয়াণ্ডারম্যানের সঙ্গে ফের দেখা করতে চলল।

বারো

পরদিন সকাল। ক্লাসে প্রবেশ করল রবিন। মিসেস ইভান্স তখন বোর্ডে অ্যাসাইনমেন্ট লিখছিলেন।

মুসা মাথা নেড়ে ফিসফিস করল।

'খাইছে, বেচারী মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের কপালে আজ দুঃখ আছে। রবিন বেচারীকে না জানি কী নাকাল করবে।'

'বলো সান্তা ক্লয,' শুধরে দিল ডানা।

'রবিন যদি মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান, মানে সান্তাকে খেপিয়ে দেয় তা হলে জীবনে আর কখনও বড়দিনে মজা করতে পারবে না,' বলল কিশোর।

রবিন ডেস্কে বসলে ওরা সবাই চুপ করে গেল। রবিন ওদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল, তবে মুখে কিছু বলল না।

'হাই, রবিন।' কিশোর বলল।

'হাই!' পাল্টা হাসল রবিন।

'খাইছে, তুমি আজকে এত চুপচাপ কেন?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'পরে বলব। আগে মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের সাথে দেখা করতে হবে।' চওড়া হেসে বলল রবিন।

ওর কথা শুনে মুখ টিপে হাসল কিশোর, সবজান্তার হাসি।

মিসেস ইভান্সের কানে রবিনের কথাগুলো গেছে। বোর্ডে লেখা থামালেন তিনি।

'একটু আগে খবর পেলাম মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান চলে গেছে, প্রিন্সিপালকে নাকি কাল রাতে ফোন করে বলেছে তাকে চলে যেতে হবে। মনে হয় উত্তরে কোন কাজ পেয়েছে।' বললেন টিচার।

'খাইছে! তারমানে কি আমাদেরকে আবারও রোজ রোজ বিল্ডিং ক্লিন করতে হবে?' মুসা আতঙ্কিত।

মিসেস ইভান্স হাসলেন।

'না, মিস্টার হার্ভে আরেকটা সুযোগ দিতে চায় তোমাদেরকে।'

'ওহ, আমি মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানকে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম,' বলল রবিন।

'কী কথা?' ডানার প্রশ্ন।

'ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছিলাম,' বলল রবিন। 'আর এ-ও বলতে চেয়েছিলাম আমি অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি।'

'খাইছে, হঠাৎ এই পরিবর্তন?' প্রশ্ন করল মুসা।

'বাবা কাল গভীর রাতে বাড়ি ফিরে এসেছে। বলেছে, এবারের বড়দিন আমাদের সাথে করবে।' দু'কান অবধি হাসল রবিন। 'তার নাকি বড়দিনের জন্যে তর সইছে না।'

***